# বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employee's Association

[একটি অরাজনৈতিক শ্রেণী ভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন]

অস্থায়ী কার্যলয় ঃ ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প অঞ্চল, ঢাকা।

E-mail:info@bgeac3.com, Web:www.bgeac3.com


স্মারক নং ঃ বাতসকস/২০১৫/২৩১ তারিখ ঃ ১৪-০৬-২০১৫

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

**সরকারি কর্মচারীদের টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড বহাল রেখে সর্বনিম্ন ১৫,০০০/- টাকা বেতন নির্ধারনের দাবী।**

সরকারী কর্মচারীদের টাইম স্কেল,সিলেকশন গ্রেড ও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রথা বহাল রেখে সর্বনিম্ন ১৫ হাজার টাকা মূল বেতন নির্ধারণকরে সর্বমোট ১২টি স্কেলে ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। অদ্য ১৪ জুন,২০১৫ খ্রিঃ রবিবার সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় তেজগাঁওস্থ সাত রাস্তায় অনুষ্ঠিত কর্মচারী সমাবেশ থেকে এ দাবী জানানো হয়েছে। ৮ম জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা সচিব কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত চুড়ান্ত সুপারিশে প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জবিন যাপনের ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ না থাকায় এবং টাইম স্কেল সিলেকশন গ্রেড ও বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট বাদ দিয়ে বৈষম্য মূলক প্রস্তাব চুড়ান্ত করায় হতাশা ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সমিতির নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সচিব কমিটির সুপারিশে কর্মকর্তা ও কমৃচারীদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করে কর্মচারীদের বেতন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম নির্ধারণ করা হয়েছে যা বিস্ময়কর। সচিব কমিটির সুপারিশে কর্মচারীদের শতভাগ বেতন বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা আদৌ বাস্তব সম্মত নয়। কেবলমাত্র কর্মকর্তা ও চাকুরীতে নবাগতদের বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু যারা ১৫,২০,২৫,৩০ বছর অথবা তার অধিক সময় চাকুরী করছেন তাদের মূল বেতন ইতোমধ্যেই প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক বেতনের চেয়ে দ্বিগুন বা দ্বিগুনের চেয়েও বেশী হয়েছে। সচিব কমিটির সুপারিশে এরুপ জ্যৈষ্ঠ্য কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুন বৃদ্ধির বাস্তবভিত্তিক কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় আপামার কমৃচারীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। নেতৃবৃন্দ কর্মচারীদের বাঁচার উপযোগী বেতন স্কেল বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং সচিবালয়ের ন্যায় বাহিরের দপ্তর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সমমানের সমপদের কর্মচারীদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদা ও বেতন স্কেলে উন্নিত করার দাবী জানান। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল সহকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কার্যালয়াভিমুখে স্মারকলিপি প্রদানের জন্য যাত্রা করে।

**প্রস্তাব পূর্ণবিবেচনা না করে বৈষম্যমূলক সচিব কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হলে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রজাতন্ত্রের দপ্তর প্রতিষ্ঠানে ৩য় শ্রেণীর সকল কর্মচারীগণ কাজ বন্ধ করে ঢাকার কর্মচারীগণ শহীদ মিনারে অবিরাম অবস্থান ধর্মঘাট এবং প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক ও উপজেলায় ইউএনও কার্যালয়ের সামনে অনুরুপ অবস্থান ধর্মঘাট চলতে থাকবে।**

সমিতির সভাপতি মোঃ মাহফুজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমৃচারী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহাসচিব লুৎফর রহমান, কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ, সহ-সভাপতি ইব্রাহিম খলিল, নাজমা আক্তার, নুরুন নবী,সাইয়াদুল করিম মোল্লা, অতিরিক্ত মহাসচিব নজরুল ইসলাম, যুগ্ম-মহাসচিব সেলিম মোল্লা, রমিজ উদ্দিন মাঝি, ফরিদুর রহমান, তাপস কুমার সাহা, মফিজুল হক, সহকারী মহাসচিব মফিজুল ইসলাম পিন্টু, জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ লুৎফর তালুকদার, সাংগঠনিক সচিব রফিকুল ইসলাম মামুন, আব্দুল জলিল, মনিরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর কমিটির কার্যকরী সভাপতি হারুন অর-রশীদ, সহ-সভাপতি খতিবুর রহমান প্রমুখ।

(মোঃ লুৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৮১৭০২০০০১

বরাবর,
বার্তা সম্পাদক/চীফ রিপোর্টার
.....
.....